প্রথম আলো

ZwiLt 14/11/2017 (ct12)

বরেন্দ্র অঞ্চলের রাজশাহীর পবা উপজেলার মাঠে বিনা চাষে হওয়া ধানের খেত পরিদর্শন করছেন কৃষি কর্মকর্তারা ● ছবি : সংগৃহীত

প্রথম আলো

ZwiLt 14/11/2017 (ct12)

বরেন্দ্র অঞ্চলেও হচ্ছে বিনা চাষে ধান

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ,
রাজশাহী

- বিঘাপ্রতি বীজতলা ও জমি তৈরির খরচ বাঁচে সাড়ে ৩ হাজার টাকা
- খরাসহিষ্ণু বলে কৃষকদের ব্যাপকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

'ষোলো চাষে মুলা, তার অর্ধেকে তুলা, তার অর্ধেকে ধান, বিনা চাষে পান'—এটি একটি খনার বচন। ভালো ফলন পেতে কোন ফসলের জন্য জমিতে কতবার চাষ দিতে, মানে লাঙল চালাতে হয়, সেটিই প্রবচনটির মর্মার্থ। সে অনুযায়ী শুধু পান উৎপাদনেই কোনো চাষ দিতে হয় না। কিন্তু বহুকাল পরে এসে জানা গেল, চাষ বা লাঙল না দিয়েও ধান উৎপাদন করা সম্ভব।

ফরিদপুরের পর এবার বরেন্দ্র অঞ্চলেও সম্ভাবনার এমন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। রাজশাহীর পবা উপজেলার বামুন শিকড় গ্রামের দুই চাষি আলী হোসেন ও আলমগীর হোসেন বরেন্দ্র অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে দুই বিঘা জমিতে বিনা চাষে ধানের আবাদ করেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্যোগে ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় আলী হোসেন ব্রি-৭১ ও আলমগীর হোসেন ব্রি-৩৯ জাতের ধান লাগান। এর মধ্যে ব্রি-৭১-এর ফলন হয়েছে ১৯ মণ, আর ব্রি-৩৯ হয়েছে ১৩ মণ।

পবা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এ কে এম মনজুরে মওলা *প্রথম আলো*কে বলেন, বরেন্দ্র অঞ্চলে, বিশেষ করে ব্রি-৭১ ধানের ফলন আশাব্যঞ্জক। এই ধান বীজতলা করে জমি কাদা করে রোপণ করলে বিঘাপ্রতি ১৬ থেকে সর্বোচ্চ ২২ মণ পর্যন্ত উৎপাদিত হয়। অথচ বিনা চাষেই হয়েছে ১৯ মণের মতো। চাষ না লাগায় আলী হোসেন ও আলমগীর হোসেন জানিয়েছেন, বীজতলা ও জমি তৈরির খরচ বাবদ তাঁদের প্রায় সাড়ে ৩ হাজার টাকা করে সাশ্রয় হয়েছে।

মনজুরে মওলা আরও বলেন, পরিবেশ ও জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাওয়ার ফলে এ ধান বরেন্দ্র অঞ্চলের ধান চাষে ব্যাপক আশার সঞ্চার করেছে। তিনি জানান, পাট কাটার ১৫ দিন আগে জমিতে কোনো রকম চাষ দেওয়া ছাড়াই ব্রি-৩৯ ও ব্রি-৭১ জাতের ধানের বীজ বপন করা যায়। আর পাট কাটার সময় এই ধানের চারার তেমন ক্ষতি হয় না। কারণ, বীজ ছিটিয়ে বপন করার কারণে চারা অনেক বেশি হয়। এ ছাড়া ধান কাটার পরে সময়মতো রবিশস্যের আবাদ করা যায়।

ব্রি-৩৯ ও ৭১ জাতের ধান চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করতে সম্প্রতি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয় পবা উপজেলার বামুনশিকর গ্রামে এক সমাবেশের আয়োজন করে। 'রক্ষণশীল কৃষি ব্যবস্থাপনায় পাটের জমিতে আমন ধানের বীজ বপনের মাধ্যমে রিলে পদ্ধতির চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরণ' শীর্ষক এই সমাবেশে বক্তারা বলেন, প্রচলিত অন্যান্য ধানের চেয়ে এই ধান প্রায় ১০ দিন আগে কাটা যায় এবং ফলনও ভালো হয়। বিশেষ করে ব্রি-৭১ জাতের ধানের গাছ বড় হওয়ায় ভালো খড়ও পাওয়া যায়। ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ও খরাসহিষ্ণু এই ধান চাষে কৃষকেরা লাভবান হবেন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ব্রি রাজশাহীর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ধানবিজ্ঞানী তমাল লতা আদিত্য। উপস্থিত ছিলেন ব্রি রাজশাহীর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্পের প্রধান ইনভেস্টিগেটর হারুন-অর-রশিদ, জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ মঞ্জুরুল হক ও পবা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এ কে এম মনজুরে মওলা। সমাবেশে এলাকার প্রায় ২০০ কৃষক-কিষানি উপস্থিত ছিলেন।

ব্রি রাজশাহীর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে বলেন, ফরিদপুর এলাকায় পাটের জমিতে এই ধান চাষে সুফল পাওয়া গেছে। বরেন্দ্র অঞ্চলেও এই পদ্ধতিতে ধান চাষ করা যায় কি না, তা দেখার জন্য দুই বছর ধরে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করা হচ্ছে।